মেহেরপুরে বেড়েছে ইলিশের সরবরাহ

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে বেড়েছে ইলিশের সরবরাহ। বিপরীতে কোরবানির ঈদের আমেজে মাছের বাজারে ক্রেতা কিছুটা কম। ফলে বড় ইলিশের দামও কমেছে। মেহেরপুরের বাজারগুলোতে বড় আকারের ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে ৮শ থেকে ৯শ টাকা কেজিতে। ছোটগুলোর দাম আরো কম। ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ছোট আকারের ইলিশ। অন্যান্য মাছের দাম বেশি হলেও ইলিশে খুশি ক্রেতারা।

মেহেরপুরের বড় বাজার, হোটেল বাজারসহ গ্রামের কয়েকটি হাটে ঘুরে দেখা যায় এই চিত্র। এই সপ্তাহে বাজারে বড় ইলিশের বেশ সমাগম রয়েছে। দেড় থেকে দুই কেজি ওজনের ইলিশসহ ছোট-বড় ইলিশে বাজার ভরপুর।

এতে কম দামে ইলিশ কিনতে পেরে ক্রেতারা যেমন খুশি তেমনি তুলনামূলক কম মূলধন খাটিয়ে বেশি লাভ হওয়ায় বিক্রেতারাও খুশি। বড় বাজার এলাকার শামিম নামের এক ক্রেতা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বাজারে আসেনি ইলিশ, অতিবৃষ্টির কারণে নদীনালা ভরে গেলে মাছের বাজারে এসেছে নানান মাছ। যে কারণে নতুন ভাবেও কিন্তু ইলিশ এসেছে বাজারে, আগের তুলনার চাইতে এখন ইলিশের দাম কম তাই বাজারে এখন ইলিশ কেনায় ব্যস্ত সব পেশার মানুষেরা।

বাজারে মাছ কিনতে আসা হারুন-অর রশিদ বলেন, এবার বড় ইলিশ বাজারে উঠেছে বেশি। দেড় কেজি ওজনের দুইটা ইলিশ কিনলাম সাড়ে তিন হাজার টাকায়। অর্থাৎ ১২০০ টাকার কাছা কাছি। আগে এই মাপের ইলিশ কিনতে সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ করতে হতো। তা ছাড়া এত বড় ইলিশ কমই পাওয়া যেত।

মাছ ব্যবসায়ী মাধব অধিকারী ও সুশাল হালদার বলেন, বাজারে প্রচুর ইলিশ আসছে। সে কারণে দাম কমেছে। ইলিশের বাড়তি সরবরাহের কারণে অন্য মাছের দাম বেশি চাইলে ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

মেহেরপুর গড় পুকুর সংলগ্ন হালদার মৎস আড়তের ভক্ত হালদার জানান, এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০-৮৫০ টাকায়, যা কিছু দিন আগেও ছিল ১১০০-১২০০ টাকা। ৭৫০-৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৫০০-৫৫০ টাকার মধ্যে। ৫০০ গ্রামের কম ওজনের ইলিশের দর ৩৫০-৪০০

কোটচাঁদপুরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০ তম জন্ম বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০ তম জন্ম বাষির্কী পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা পরিষদের সহযোগীতায় ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের আয়োজনে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার বেলা ১২ টার দিকে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন। অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. শফিকুল আজম খাঁ◌ঁন চঞ্চল।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইন্চার্জ মাহবুবুল আলম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহজাহান আলী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বৃন্দ।

আলোচনা সভা শেষে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় থেকে নেওয়া প্রশিক্ষিত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামীলীগ ও এর অঙ্গ সংগঠন এর পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি গ্রহন করা হয়।

ঝিনাইদহে অসহায় নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতিক’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দুস্থদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-২৭ এর সংসদ সদস্য খালেদা খানম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নিলুফার রহমান, জেলা জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান দিপ্তী রহমান, জেলা মহিলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. সালমা ইয়াসমিন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম অফিসার খোন্দকার শরীফা আক্তার। বক্তারা, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের স্বাধীনতায় তার আত্মত্যাগের বিষয়ে আলোচনা করেন।

পরে জেলার ৩৬ জন দুস্থ নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহে করোনা প্রতিরোধে

সেনাবাহিনীর টহল অব্যাহত

ঝিনাইদহে করোনার সংক্রমন প্রতিরোধে পথচারিসহ সকল মানুষকে মাস্ক পরা ও সরকারি বিধি মেনে চলতে সেনাবাহিনীর টহল অব্যাহত রয়েছে।

শনিবার দিনব্যাপী শহরের পায়রা চত্বর, মুজিব চত্বর, আরাপপুর, হামদহ, বাসটার্মিনাল এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে তারা এ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এসময় রিক্সা চালক, মোটর সাইকেল আরোহী, পথচারীদের মাস্ক পরা নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেন। এর আগে সেনাদল শহরের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানান।

অযৌক্তিক নীতিমালায় গণস্বাস্থ্যেরও অনুমোদন নাই: ডা. জাফরুল্লাহ

সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা এত বেশি অযৌক্তিক যে গণস্বাস্থ্যেরও রেজিস্ট্রেশন নাই বলে মন্তব্য করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম প্রসঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ মন্তব্য করেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আরও বলেন, ‘সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা এত বেশি অযৌক্তিক যে গণস্বাস্থ্যেরও রেজিস্ট্রেশন নেই। গণস্বাস্থ্যেরও মতো একটা হাসপাতালের যদি রেজিস্ট্রেশন না থাকে, তাহলে বোঝা উচিত কোথাও একটা গণ্ডগোল রয়েছে। হয় গণস্বাস্থ্যেরও দোষ আছে, না হয় সরকারের আইন কানুনে ত্রুটি আছে। ’

হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশনের নীতিমালার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা নিয়ম পালন করতে গেলে শতকরা ৮০ ভাগ হাসপাতাল রেজিস্ট্রেশন পাবে না। সরকারের এ নিয়মে যদি রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, তাহলে ঢাকার বাইরের অনেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেজিস্ট্রেশন পাবে না। ’

তিনি বলেন, ‘হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন না থাকার ফলে ঘুষ দিতে হয়। আমরা ঘুষ দিতে পারি না বলে আমাদের রেজিস্ট্রেশনও হয় না। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনীতে সেলাই মেশিন বিতরণ

গাংনীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান ও জাতীয় পার্টি (জেপি)-জেলা সভাপতি আব্দুল হালিমসহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১০ জন উপকারভোগীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেয়া হয় ।

দেশে করোনায় আরও ৩২ জনের প্রাণহানি

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৩৬৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৬১১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৫৫ হাজার ১১৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ২০ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬০৪২ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়।

ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে আজ শনিবার পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছেন এক কোটি ৯৫ লাখ ৪১ হাজারের বেশি মানুষ। তাদের মধ্যে বর্তমানে ৬২ লাখ ৭২ হাজার ৬৮৯ জন চিকিৎসাধীন এবং ৬৫ হাজার ১৫ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। করোনা থেকে এক কোটি ২৫ লাখ ৪৪ হাজার ৪৮০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম দেখা দেয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাত লাখ ২৪ হাজার ৫০ জন রোগী মারা গেছেন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল ৮ মার্চ, তা দুই লাখ পেরিয়ে যায় ১৮ জুলাই। এর মধ্যে ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ।

আর ১৮ মার্চ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ১৭ জুলাই তা আড়াই হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনে রেকর্ড ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

সূত্র- যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

কেরালা বিমান দুর্ঘটনায় অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেল এক পরিবার!

ভারতের কেরালায় দুবাই ফেরত এয়ার ইন্ডিয়ার একটি যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায় পাইলটসহ ২০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে চার শিশুও রয়েছে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১২৩ জন।

এদিকে কেরালা ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন দুবাই এর একজন ব্যবসায়ী ও তার পরিবার। তবে অবিশ্বাস্য হলেও তাদের সবাই বেঁচে আছেন এবং আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

৪০ বছর বয়সী সাইফুদ্দিন দুবাইয়ের একজন ব্যবসায়ী। ছেলেমেয়েদের স্কুল বন্ধ থাকায় তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে স্বামীর সাথে দেখা করতে দুবাই গিয়েছিলেন। পরে লকডাউনে দীর্ঘ সময় আটকা পড়েন। শুক্রবার তারা সকলেই এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে করে কেরালার কোজিকোড়ে ফিরে আসছিলেন।
পরিবারের পাঁচজনের সবাই আহত হয়েছেন। মেয়ে সানা ছাড়া সবাই ভর্তি হয়েছেন বেবি মেমোরিয়াল হাসপাতালে। সানা ভর্তি আছেন আল শিফা হাসপাতালে।

সাইফুদ্দিনের ভাইয়ের ছেলে মুহাম্মদ সালিহ জানান, সাইফুদ্দিন আমার চাচা, তিনি এবং তার পরিবার দুবাই থেকে দেশে ফিরছিলেন তখনই দুর্ঘটনার শিকার হয়। আমরা রাত ৮ টা নাগাদ জানতে পারি।

এয়ার ইন্ডিয়ার সহযোগী প্রতিষ্ঠান এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের আইএক্স ১৩৪৪ ফ্লাইটটি দুবাই থেকে করোনা মহামারিতে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিয়ে ফিরছিল। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে কোঝিকোড় বিমানবন্দরে অবতরণের সময় চাকা পিছলে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়লে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। বিমানটিতে ১৭৪ জন যাত্রী, ১০ জন শিশু, দু’জন পাইলট এবং চারজন কেবিন ক্রু ছিলেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

“[redacted]” [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]